98682 - হদোয়তে পাওয়ার পর ঈমানী দুর্বলতা এবং কয়কে দনি নামায না পড়া

প্রশ্ন

আমার একটি সমস্যা আছে এবং একটি ফতোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। আল্লাহ্র অনুগ্রহে কয়কে মাস ধরে আমি দ্বীন মনেে চলছি। কছিু দনি যাওয়ার পর আমি দুর্বল হতে শুরু করছে।ি কন্িতু আমি এর কোন কারণ জানি না। ধীরে ধীরে মনোবেল দুর্বল হতে শুরু করছে।ে এক পর্যায়ে এমন কছিু মূহূর্ত অতবিাহতি হয়ছে,ে যে, আমি নামায পর্যন্ত ছড়েে দয়িছে।ি আমার মনোবেল দুর্বল হয়ে পড়ছে।ে আলহামদু লল্লিাহ্, আমি চষ্টো করছে।ি যাতে কোন পাপে লপ্তি না হই। কন্িতু আমি দ্বীনদার হওয়ার পর অনকে নামায নষ্ট করছে।ি হয়তো ঘুমে কটেছেে কংিবা বাহরিে ছলিাম। আমি দ্বীনদারতিে ফরোর কছিুদনি পর কয়কেদনি নামায পড়নি...। এখন আমি কি করব? আমি অনুভব করছি যে, নামাযরে ক্ষত্রেে আমার একটি গাঁটি (জটলিতা) আছ।ে কারণ আমি অনকে নামায নষ্ট কর।ি আমি অনুভব করি যে, এই গাঁটি (জটলিতা) থকেে আমি কখনও সুস্থ হব না। এখন এর সমাধান কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

প্রয়ি ভাই, আল্লাহ্ যে আপনাকে তাওবা করার ও দ্বীন মনেে চলার তাওফকি দয়িছেনে আপনার উচতি মৃত্যু এসে পড়ার আগে আপনার প্রতি আল্লাহ্র নয়োমতকে মূল্যায়ন করা। তখন আপনি এই নয়োমতরে শুকরয়িা আদায় করাকে বড় কছিু ভাববনে। এর ফলে আপনি আল্লাহ্র ইবাদতে আরও বশেি শ্রম দতিে পারবনে।

মুগরিা বনি শু'বা (রাঃ) বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বশেি রাতরে নামায পড়তনে যে, তাঁর পাদ্বয় ফুলে যতে। তখন তাঁকে বলা হল: আল্লাহ্ আপনার পূর্ববরে ও পররে সব গুনাহ মাফ করে দয়িছেনে। তখন তনিি বললনে: আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?!

তাহলে কভিাবে আপনি নজিরে ক্ষত্রেে ভালো কছিু পয়েে মন্দ কছিু করতে সন্তুষ্ট হতে পারনে এবং কভিাবে কছিু পথ অতক্রিম করার পর পুনরায় রাস্তার শুরুতে ফরিে যতেে পারনে। বরঞ্চ আপনি যদি পূর্ববরে সইে সরল পথে ফরিে যতেনে। আল্লাহ্ আপনাকে হদোয়তেরে নয়োমত দয়োর পরে আপনি বক্র পথে হাঁটছনে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ঘটা থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করতনে। আব্দুল্লাহ্ বনি সারজসি (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতনে তখন তনিি আশ্রয় প্রার্থনা করতনে সফররে অযাচতি কষ্ট-ক্লশে থকেে, অনাকাঙ্ক্ষতি পরবির্তন থকেে, হদোয়তেরে পর পশ্চাদপসরণ থকেে, মজলুমরে বদদোয়া থকেে, পরবিার ও সম্পদে খারাপ কছিু

দখো থকেে।"[সহহি মুসলমি (১৩৪৩)]

নাসাঈ (৫৪৯৮) ও অন্যদরে রওেয়ায়তেে এসছে: "উন্নতরি পর অবনতি" থকেে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবত্রি কতিাবে অবস্থার অবনতি, নর্মিাণরে পর ধ্বংস করে ফলো ও হদোয়তরে পথ গ্রহণ করার পর পথচ্যুত হওয়ার একটি উপমা পশে করছেনে। সইে উপমার মাধ্যমে তনিি এমন ব্যক্তরি খারাপ অবস্থা, তার নর্বিাচনরে কদর্যতা তুলে ধরছেনে এবং বান্দাদরেকে এ ধরণরে বোকাদরে কর্ম থকেে সাবধান করছেনে। তনিি বলনে: 'আর তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন অঙ্গীকার কর। তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদরে জামনিদার করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। নশ্চিয় তোমরা যা কছিু কর আল্লাহ্ তা জাননে। তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার বুননকে মজবুত করে পাকানোর পর সটোকে ছন্নিভন্নি করে নষ্ট করে দতি; যে তোমরা তোমাদরে শপথকে ধোঁকাবাজরি জন্য ব্যবহার করবে, যাতে করে একদল অন্যদলরে চয়েে বশেী হও। আল্লাহ্ তো এটা দয়িে শুধু তোমাদরেকে পরীক্ষা করনে। আর অবশ্যই তনিি কয়িামতরে দনি সটো তোমাদরে কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দবিনে যা নয়িে তোমরা মতভদে করত।[সূরা নাহল, আয়াত: ৯১-৯২]

শাইখ সা'দী (রহঃ) বলনে: এটি প্রভুর সাথে বান্দার কৃত সকল ইবাদত, মানত ও পাকাপোক্ত শপথসমূহরে অঙ্গীকারকে অন্তর্ভুক্ত কর; যদি সে শপথসমূহ পূর্ণ করা নকেকাজ হয়। অনুরূপভাবে এক বান্দা ও অপর বান্দার মাঝে সম্পাদতি বষিয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত কর; যমেন: দুই পক্ষরে মধ্যে সম্পাদতি চুক্তগিুলো।

"তোমরা হয়ো না": শপথ ভঙ্গরে ক্ষত্রেে নকিৃষ্ট ও কদর্য উদাহরণ হয়ো না; যে উদাহরণ সংশ্লষ্টি ব্যক্তরি বোকামরি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন কর। উদাহরণটি হলো: সইে নারীর যে নারী মজবুতভাবে বুনন কর, বুননকে পাকানোর পর ও উদ্দশ্যে বাস্তবায়তি হওয়ার পর সটোকে খুলে ফলেে ও ছন্নিভন্নি করে ফলে। এতে করে সইে নারী একবার বুনন করতে গয়িে ক্লান্ত হলো, আবার খুলতে গয়িে ক্লান্ত হলো। এর থকেে সইে নারী ব্যর্থতা, কষ্ট, ববিকেহীনতা ও চন্তিার দন্যৈতা ছাড়া আর কোন উপকার পলে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে অন্যায়কারী, মূর্খ, নর্বিোধ, দ্বীনদারি ও ব্যক্তত্বিরে অভাবগ্রস্ত।[পৃষ্ঠা-৪৪৭ থকেে সমাপ্ত]

সুতরাং আপনি যে অবস্থার উপর আছনে এর থকেে অবলিম্বে দ্রুত তাওবা করুন। কারণ যে গুনাহগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা হয় সগেুলোর মধ্যে সর্বাধকি জঘন্য হলো নামায ত্যাগ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায ত্যাগ করাকে কুফর হসিবেে উল্লখে করছেনে। তনিি বলনে: 'আমাদরে ও তাদরে মধ্যে চুক্তি হলো নামাযরে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।'[সুনানে তরিমযিি (২৫৪৫), মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য; আলবানী হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

অদ্ভুত বষিয় হলো প্রশ্নকারী ভাই কভিাবে বলছনে যে: আমি চষ্টো করছে যাতে কোন পাপে লপ্তি না হই; এরপর তনিি

উল্লেখ করেন যে, তিনি অনেক নামায নষ্ট করছেন। সুতরাং পাপের ব্যাপারে উনার দৃষ্টভিঙ্গটি কী?!!

নিঃসন্দেহে আপনি যত গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এর মধ্যে নামায ত্যাগ করা সর্বাধিক জঘন্য ও সর্বাধিক বিপদজনক গুনাহ; কেবল আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা ছাড়া।

সুতরাং আর দেরী নয় অবিলম্বে তাওবা করুন। পূর্বে যা ঘটে গেছে সেটার জন্য অনুতপ্ত হোন। সেই সময় এসে পড়ার পূর্বে যে সময়ে মানুষ অনুতপ্ত হবে; কিন্তু তার অনুতপ্ততা কোন কাজে আসে না।

আপনি বলেছেন: "নামাযের ক্ষেত্রে আপনার একটি গিঁট (জটিলতা) আছে। আপনি অনুভব করেন যে, এই জটিলতা থেকে আপনি কখনও সুস্থ হবেন না": এটি শয়তানের ধোঁকা, তার প্রবঞ্চনা ও ভীতিসঞ্চার করণ। আপনি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে শত্রুকে সহযোগিতা করছেন। আপনি শয়তানকে আপনার অন্তরে দুঃশ্চিন্তা, অলসতা, নেকেকাজে হীন মনোবল ও ভঙ্গুর ইচ্ছার গিঁট তৈরীর সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র আনুগত্য, নিয়মিত ওযু করা ও আগে আগে মসজিদে চলে যাওয়ার মাধ্যমে এই গিঁটটি অপসারণ করুন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার পিছনের অংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রত্যেক গিঁটের সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে: 'এখনো দীর্ঘ রাত বাকী; অতএব ঘুমিয়ে থাক'। যদি সে ব্যক্তি জেগে উঠে এবং আল্লাহর যিকির করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর সে যদি ওজু করে তখন দ্বিতীয় গিঁটটি খুলে যায়। আর যদি সে নামায আদায় করে তখন সবগুলো গিঁট খুলে যায়। যার ফলে এই ব্যক্তি ভালো মনে কর্মচঞ্চলতা নিয়ে সকালে ওঠে। অন্যথায় কলুষিত মনে অলসতা নিয়ে সকালে ওঠে।'[সহিহ বুখারী (৩২৬৯) ও সহিহ মুসলিম (৭৭৬)]

ইবনে আব্দুল বার্‌র (রহঃ) বলেন: "এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, শয়তান মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তার অলসতা বাড়িয়ে দেয়। শয়তান এটি করে তার চেষ্টা দিয়ে এবং শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেয়া, প্ররোচিত করা, পথভ্রষ্ট করা, বাতিলকে সুশোভিত করা ও বাতিল সম্পাদনে সহযোগিতা করার যে শক্তি দেয়া হয়েছে সেটাকে ব্যবহার করে। তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে পারে না।

এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে শয়তানকে তাড়ানো যায়। অনুরূপভাবে ওযু ও নামাযের মাধ্যমেও তাকে তাড়ানো যায়...।"[আত্-তামহীদ (১৯/৪৫) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন: "কোন সন্দেহ নেই যে, নামায আদায়ের মধ্যে শরীরের সুস্থতার সংরক্ষণ, খাদ্যমশ্রিণ ও বর্জ্যগুলোকে গলানো যায়— যা ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক উপকারী। এছাড়া নামাযের মধ্যে ঈমানের সুস্থতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তো আছেই।

অনুরূপভাবে রাত্রকিালীন নামায স্বাস্থ্য সুরক্ষার সর্বাধকি উপকারী উপায় এবং অনকে দূরারোগ্য রোগ প্রতহিত করার মাধ্যম এবং শরীর, রূহ ও অন্তরকে চাঙ্গা রাখার কার্যকরী পদক্ষপে; যমেনটি উদ্ধৃত হয়ছে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি"। এরপর তনিি হাদসিটি উল্লখে করছেনে।[যাদুল মাআদ (৪/২২৫)]

সুতরাং ওহে আল্লাহ্র বান্দা! আপনার শত্রুর সামনে দুর্বল হবনে না। শত্রুকে আপনার উপর আধপিত্য করার সুযোগ দবিনে না। আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চান, অক্ষম হবনে না— যমেনটি নর্দিশে দয়িছেনে আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জনেে রাখুন: "শয়তানরে কৌশল দুর্বল"।[সূরা নসিা, আয়াত: ৭৬] জনেে রাখুন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়া সহজ একটি বষিয় এবং এ নামাযগুলো নয়িমতি আদায় করতে একজন মুসলমিরে তমেন কোন কষ্ট হয় না।

আর আপনি মনোবল হারয়িে ফলোর যে বষিয়টি উল্লখে করছেনে; হতে পারে এর কারণ আপনি যাদরে সাথে উঠাবসা করনে তারা। তাই সাধ্যানুযায়ী যকিরি ও ইলমরে মজলসিগুলোতে হাযরি হওয়ার চষ্টো করুন। ভালো মানুষদরে সাথে সঙ্গ দনি। কনেনা মানুষ ইবাদত বন্দগেী পালনে যখন অনুকরণ করার মত কাউকে দখেে এবং এক্ষত্রেে তাকে সহযোগতিা করার মত কাউকে পায় তখন তার কাছে সটেি সহজ হয়ে যায়। মানুষকে এমন কছিু পরস্থিতিরি শকিার হতইে হয় যাতে ভালো কাজরে প্রতি তার উদ্দীপনা ও আগ্রহ বাড়ে। আবার এমন কছিু পরস্থিতিরি শকিার হতে হয় যাতে তার সইে আগ্রহ কমে যায়। কন্তিু সইে পরস্থিতি ফরয ইবাদত বর্জন করা কংিবা হারাম কাজে লপ্তি হওয়ার অবস্থায় পর্যবসতি হওয়া জায়যে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "নশ্চিয় প্রত্যকে আমলরে একটি উদ্দীপনা থাকে এবং প্রত্যকে উদ্দীপনার একটি নস্তিজেতা থাকে। যার উদ্দীপনা হবে আমার সুন্নাহর দকিে সে সফলকাম। আর যার নস্তিজেতা হবে অন্য কোন দকিে সে ধ্বংস হল।"[মুসনাদে আহমাদ (৬৭২৫), আলবানী 'সহহিুল জামে' গ্রন্থে (২১৫১) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

এ কারণে প্রয়ি ভাই, আপনার জন্য উপদশে হলো: আপনি আপনার জন্য একটি স্থতিশিীল আমলসূচী করে ননি। এই আমলসূচীতে ঘাটতি হতে দবিনে না। এই আমলসূচীতে ফরয আমল ও তাগদিপূর্ণ নফল আমলগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকব। যদি কোন কোন সময় কছিু বশেি আমল করতে পারনে তাহলে সটো ভালোর উপরে ভালো। আর যদি কছিুটা কমও করনে তাহলে যনে ফরয ইবাদতে ঘাটতি না হয়।

আর আপনার যে নামাযগুলো ছুটে গছেে সগেুলো যদি ঘুমরে কারণে ছুটে গয়িে থাকে তাহলে এর জন্য আপনার কোন গুনাহ হবে না। তবে এর কাযা পালন করা আপনার উপর আবশ্যক। আর যে নামাযগুলো কোন ওজর ছাড়া অর্থাৎ অলসতাবশতঃ ছুটে গছে; সগেুলোর জন্য আপনার উপর তাওবা করা আবশ্যক। সগেুলোর ক্ষত্রেে কাযা পালন কোন উপকারে আসবে না। আপনার উপর আবশ্যক হলো বশেি বশেি নফল ইবাদত করা ও ইস্তগিফার করা। আশা করা যায় আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করে দবিনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।